দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 0 1 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

65

শিক্ষাঙ্গনে

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও নৈতিক অবক্ষয়

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা একটি জাতির জন্য যে কতটুকু প্রয়োজনীয় তা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নৈতিকতাবিবর্জিত শিক্ষার কারণেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, বিশৃংখলা এবং চরিত্রহীনতার কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ন্যায়-অন্যায়, বিচারবোধ ক্ষমতা এবং সমাজে প্রতিবাদের ভাষা বিলীন হতে চলেছে। শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজ পূর্বের তুলনায় অনেক অগ্রসর হচ্ছে বটে কিন্তু নীতিগত বিদ্যাশিক্ষার অভাবে মানুষ দিন দিন অপকর্মের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। শিক্ষা নিকেতনগুলোতে এখন আর চরিত্র গঠনের কোনো শিক্ষা প্রদান করা হয় না। প্রচলিত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহাল রয়েছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আজ জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বিকাশের পথ পরিহার করে পারস্পরিক হিংসা, অস্ত্রের মহড়া এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত।

সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে বসে দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা তাদের অর্জিত সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতার মোহ এবং ব্যক্তিগত লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। এর জন্য মূলত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ী করা যায়।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের আলেখ্য। এর মাধ্যমে একটি জাতি কৃষ্টি ও সভ্যতার জ্ঞান লাভ করে। বর্তমানে প্রচলিত সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার অভাব এবং নীতিগত শিক্ষার শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সংস্কৃতিতে বিজাতীয় চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে সন্নিবেশ করা হচ্ছে যে, শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা জাতীয় ভাবধারা থেকে দূরে সরে পড়েছে। আর এভাবেই একটি জাতীয় সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়। যে জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে যত প্রত্যাখ্যান করে সে জাতি তত পরিনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। জাতি সহজেই অন্যায় ও অপসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আগ্রাসন বন্ধ করে নিজস্ব ভাবধারা তথা ইসলামী ভাবধারা প্রণয়ন প্রয়োজন। এগুলোর পাশাপাশি থাকবে বিশ্বের অন্যান্য জ্ঞানগত বিষয়াদি।

আমরা ভেবে পাচ্ছি না— একটি মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন ইসলামী চিন্তাধারা স্থান পাচ্ছে না? রসূলুল্লাহ (সঃ) কি তথাকথিত বিখ্যাত পণ্ডিতদের চেয়ে সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন না? সমাজ সংস্কার, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে তিনি কি সুন্দর, সহজ, সাবলীল পথ বাতলে দেননি, অবশ্যই দিয়েছেন। মানব জীবনের সার্বিক সমস্যার সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর আল্লাহর নবী নৈতিক দিক দিয়ে সারা বিশ্বের নিখুঁত নমুনা। তবে কেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার আদর্শের স্থান নেই।

আমাদের শিক্ষার সিলেবাস প্রণেতারা পাশ্চাত্য বা বামপন্থী চিন্তা-চেতনায় প্রভাবান্বিত। তারা ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতিকে এদেশের মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই তারা এদেশের সামাজিক চাহিদা উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারছেন না। যে শিক্ষালব্ধ জনগণ জীবনে, প্রয়োজনে প্রয়োগ করবার উপযুক্ততা দেয় না সে শিক্ষা কি অনর্থক নয়?

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আচার-আচরণ, নৈতিকতা, আদর্শের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে, এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। শিক্ষায়তনগুলোতে নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষা হ্রাসের যে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে তা নস্যাৎ করা খুবই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সমাজের ইসলামী মনোভাবসম্পন্ন জ্ঞানী লোকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সবারই ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমেরিকা, রাশিয়ার বা ইউরোপের মত নয়। এদেশের মূল্যবোধের সংগে বিজাতীয়দের মূল্যবোধের আকাশ পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। তাই তাদের উন্নয়ন বা আদর্শের মডেল আমাদের দেশে তেমন কাজে আসছে না। ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষাকে আমাদের শিক্ষায়তনে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে বর্তমান অবস্থা থেকে কিছুটা উত্তরণ সম্ভব।

—মোঃ নজরুল ইসলাম চান